COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSOCIATE PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

ব্রাহ্মণগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

বেদের প্রধান দুটি ভাগ হল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তাই আচার্য কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব বেদ বলতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে বুঝিয়েছেন–'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।' ঋগ্বেদের ভাষ্যভূমিকায় সায়ণাচার্য বেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন– 'মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকশব্দরাশির্বেদঃ'। বেদের যে ভাগে যাগ যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে তার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তবে 'ব্রহ্মন্' শব্দ থেকে যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের উৎপত্তি এবিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে–'ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মন্ই ব্রাহ্মণ। পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির সূত্র(৫।২।১)ব্যাখ্যায় বলেছেন–'সমানার্থাবেতৌ ব্রহ্মন্ শব্দো ব্রাহ্মণশব্দশ্চ'। অর্থাৎ ব্রহ্মন্ ও ব্রাহ্মণ শব্দ একই অর্থে প্রযোজ্য। বেদজ্ঞ পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায় বলেছেন–'ব্রহ্মেতি ব্রাহ্মণানাং নামাস্তি।অত্র প্রমাণম্।ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ।' অতএব ব্রহ্মণের অপর নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রহ্মন্ শব্দের বিবিধ অর্থ মধ্যে বেদ ও ব্রাহ্মণ অর্থও রয়েছে। কেউ কেউ বলে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ বেদ। তাই বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। আবার অন্য মতে ব্রহ্মন্ বলতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেই বোঝায়। যেহেতু যজ্ঞে পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণদেরই প্রধান কর্ম। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যজ্ঞ ও যজ্ঞের বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, তাই ব্রাহ্মণ । অতএব ব্রহ্মন্ শব্দের 'ব্রাহ্মণ পুরোহিত' অর্থ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিষয়ই হল বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ণ আলোচনা। তাই সকল সংহিতাকে কোন না কোনও প্রকারে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করার দুর্বার প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় যে, সংহিতাগুলির মূল উদ্দেশ্য যজ্ঞ করাই ছিল না, যজ্ঞ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যও ছিল।একমাত্র যজুর্বেদই যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ম্যাক্সমুলারের মতে ব্রাহ্মণসমূহের রচনা কমপক্ষে আনুমানিক ৮০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কারণ ব্রাহ্মণযুগ অবশ্যই সংহিতাযুগের পরবর্তী। ভিন্টারনিৎসের মতে ব্রাহ্মণসমূহের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-১৫০০ এর মধ্যে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ব্রাহ্মণের জ্যোতিষসংক্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ব্রাহ্মণের আনুমানিক কাল নির্ধারণ করেছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে ছিল। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী কৃত্তিকানক্ষত্রের কাল আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অতএব ব্রাহ্মণসমূহের রচনাকাল তিলক ২৫০০-১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যে হয়েছিল বলে মনে করেন।য়্যাকোবিও জ্যোতিষ গণনার দ্বারা এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিলক ও য়্যাকোবি শতপথব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত বচন থেকে জ্যোতিষকাল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন-এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে'(২।১।২।৩)-'এতা' অর্থাৎ কৃত্তিকানক্ষত্র কখনও পূর্বদিক হইতে স্খলিত হয় না ;অর্থাৎ বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে সংঘটিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। কোথাও কোথাও অবশ্য পদ্যেও রচিত হয়েছে। কর্মকান্ডের উপরই প্রধানত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচিত। কখন কি প্রকারে যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাইতে হবে,কুশ কি প্রকারে কোথায় কোথায় রাখিতে হবে, কোন যজ্ঞে কি আহুতি কি প্রকারে দিতে হবে-এই সকল কথাই ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর নিরিখে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলোকে মূলত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি। **বিধি:** বিশেষ বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ বা চোদনাবাক্য শ্রুত হয় তাই বিধি। নির্দেশমূলক বলিয়াই বিধিবাক্যের ক্রিয়াপদ বিধিলিঙ্ কিংবা লোট্ লকারে ব্যবহৃত হয়েছে।যথা-'যজেত' (যজ্ঞ কর),'শংসেৎ'(আবৃত্তি কর) প্রভৃতি। কয়েকটি বিধিবাক্য হলো-'স্বর্গকামোऽশ্বমেধেন যজেত' অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ,'বৃষ্টিকামো কারীর্য্যা যজেত' অর্থাৎ বৃষ্টি কামনাকারী ব্যক্তি কারীরী যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি। **অর্থবাদ** : বেদমন্ত্রের অর্থ ও বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণগ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলি অর্থবাদ নামে পরিচিত। এই ব্যাখ্যানভাগই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অধিকাংশ

স্থান জুড়ে রয়েছে । এগুলির মধ্যে দর্শনগত, ব্যাকরণগত ও ভাষাতত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা দৃষ্ট হয় । যা পরবর্তীকালে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন অগ্নিহোত্র,গবাময়ন প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যজমান এইসব যজ্ঞ করলে সেই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করবে । পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই তিনটি শব্দ মোক্ষ বা কৈবল্যের তিনটি বিভিন্ন অবস্থারূপে বর্ণিত হয়েছে। **নিন্দা:** বিরোধী মতের সমালোচনা, খণ্ডন ও পরিহারকে নিন্দা বলে । ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিতর্কবহুল পরমতখন্ডন ও স্বমতস্থাপন অংশগুলি হল নিন্দা। মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে, সূক্তনির্বাচন বিষয়ে এবং যজ্ঞাদির প্রক্রিয়া বিষয়ে তদানীন্তন পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল এবং এগুলি স্বাভাবিকও বটে। তাই বলা হয়ে থাকে– 'যত মুনি তত পথ'।'তত্ তথা ন হোতব্যম্'(তাহা ওই প্রকারে আহুতি দিবে না),তত্ তথা ন কর্তব্যম্'(সেই প্রকারে তাহা করিবে না) প্রভৃতি হলো নিন্দাসূচক বাক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। **প্রশংসা**– – প্রশংসা শব্দের অর্থ হল স্তুতি। যাহার স্তুতি করা হয়, তাহার অনুমোদন করা হয়; যাহা নিন্দিত হয়, তাহা বর্জনীয়–'যৎ স্তূয়তে তদ্ বিধীয়তে,যন্নিন্দ্যতে তন্নিষিধ্যতে'। ব্রাহ্মণগ্রন্থের যেসকল বাক্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ প্রকৃতজ্ঞানসহ সম্পাদন করলে ঈপ্সিত ফললাভ হয় ,সেই প্রবচন প্রশংসার অন্তর্গত। **পুরাকল্প:** অতি প্রাচীনকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ,সেগুলি পুরাকল্প সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত । দেবতাগণকর্তৃক সম্পাদিত বিবিধ যজ্ঞবৃত্তান্ত,শ্রৌতকর্মের বর্ণনা প্রত্যেক ব্রাহ্মণে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। দেবতানুষ্ঠিত যজ্ঞই পরবর্তীকালে মনুষ্যগনের কাছে আদর্শ যজ্ঞরূপে উপস্থাপিত হয়। আদি পুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মাও সৃষ্টির পূর্বে পুরুষযজ্ঞের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া দেবাসুর যুদ্ধের বিবরনও পুরাকল্পের অন্তর্গত। **পরকৃতি:** ব্রাহ্মণের অন্তিম তথা ষষ্ঠ লক্ষণ হল পরকৃতি।'পরস্য কৃতিঃ পরকৃতিঃ অর্থাৎ পরের কৃতি বা কার্যকে পরকৃতি বলা হয়। অতএব খ্যাতনামা শ্রোত্রিয় বা পুরোহিতগণের কীর্তি,বিশ্রুত নৃপতিগণের যজ্ঞ, দান, দক্ষিণা প্রভৃতি আলোকসামান্য কীর্তি পরকৃতি নামে অভিহিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্চিকার ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে পুরাকালের বহু খ্যাতনামা পুরোহিতের পরকৃতি ও প্রথিতযশা ভূপতির এতাদৃশ কার্যাবলী কীর্ত্তিত

হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থের উপরোক্ত ছয়টি লক্ষণকে কেহ কেহ বিধি ও অর্থবাদ এই দুটি লক্ষণে পর্যবসিত করেছেন।

ব্রাহ্মণযুগের ভাষা প্রায়শই অতিপ্রাচীন এবং ব্রাহ্মণগুলি অতি সরল গদ্য ভাষায় রচিত। প্রাচীন আর্ষপ্রয়োগ এগুলির মধ্যে বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকলেও এগুলি উপাখ্যান ও আখ্যায়িকার আকর বা মণিবিশেষ। পরবর্তীযুগে যেসকল মহাকাব্য, উপাখ্যান, পুরাণ প্রভৃতি রচিত হয়েছে সেগুলির বীজ ব্রাহ্মণগুলিতে নিহিত আছে। বিশেষত রামায়ণ ও মহাভারতের বীজও এই ব্রাহ্মণে নিহিত। অতএব পুরাণ ও মহাকাব্যযুগে যে সকল উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি অবিসংবাদিতভাবে ব্রাহ্মণগুলির নিকট ঋণী। বিখ্যাত শুনঃশেপ ও রন্তিদেবের উপাখ্যান প্রভৃতি ব্রাহ্মণযুগের অপূর্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণযজুর্বেদের সহিত ব্রাহ্মণগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ কৃষ্ণযজুর্বেদের মধ্যে মন্ত্র বা প্রার্থনার অতিরিক্ত যজ্ঞের ব্যাখ্যা, আলোচনা ও বিভিন্ন মতের সমাবেশ আছে। আর ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিরও লক্ষ্য একমাত্র যাগযজ্ঞের বিষয় বিবৃত করা। ব্রাহ্মণ গার্হস্থ্য আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। সংহিতা বা মন্ত্র মুখস্থ করে ছাত্রগণ গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলে তাহাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত হত। অতঃপর বিবাহ পশ্চাৎ পত্নীর সঙ্গে আহিতাগ্নি হয়ে গার্হস্থ্য আশ্রমের সময় তারা বিভিন্ন যাগযজ্ঞ করতেন। এছাড়া অন্যান্য তিন আশ্রমের যথাযথ ভরণপোষণের ভারও এই দ্বিতীয় আশ্রমস্থ নর-নারীর উপর অর্পিত ছিল।এছাড়াও ব্রাহ্মণগুলির উক্তি ও সূক্তির সমর্থনেই মীমাংসা-দর্শন সৃষ্ট হয়। বিধি ও অর্থবাদ অংশে মীমাংসা-দর্শন ব্যাপৃত হয়েছে। মীমাংসা শব্দের অর্থ 'পুজ্য বিচার'। তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলী গ্রন্থে পট্টভিরাম শাস্ত্রী এই কথা বলেছেন—'নিখিলকলাকলাপস্যাপি মূলভূতস্য বেদস্য নিকৃষ্টবাক্যার্থবর্ণনব্যাজেনাশেষপুরুষার্থরত্নাকরস্য ভগবতো ধর্মস্য বাস্তবিকং তত্ত্বমবগময়িতুং

প্রবৃত্তেয়ং দ্বাদশলক্ষণী ভগবতী মীমাংসা'। ব্রাহ্মণের অর্থ যেখানে পরিস্ফুট নয়, কিংবা যেখানে বৈদিক মন্ত্রের কোন যুক্তিযুক্ত যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, মীমাংসা সেখানেই বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণগুলিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাই যাজ্ঞিকদের অভিমত মীমাংসা দর্শনের সম্যক জ্ঞান ছাড়া বৈদিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান অসম্ভব। এজন্যই সায়ণাচার্য প্রত্যেক বেদের ভাষ্যভূমিকায় স্বপক্ষসমর্থনে মীমাংসা মত উদ্ধৃত করেছেন। তবে উত্তরকালে গীতায় কর্মকাণ্ডস্থ ব্রাহ্মণগুলির নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ বিভিন্ন যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য হল স্বর্গ, পুত্র, পৌত্র ধন, ধান্য,হিরণ্য প্রভৃতির লাভ।তাই নিষ্কাম কর্মের উপাসনা ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। কামনা ও বাসনা নিয়ে আর্যগণ যজ্ঞ করতেন বলে তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছে গীতায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণকে 'manual of sacrifice' অর্থাৎ যজ্ঞের প্রক্রিয়াপঞ্জী বলেছেন। কেহ কেহ ব্রাহ্মণকে 'Theological twaddle'অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে অর্থশূন্য শব্দাড়ম্বরমাত্র বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখতে পাওয়া যায় কেবল যাগ-যজ্ঞ বা ক্রিয়াকান্ডের কথা নয়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতার বহু তথ্য তাহাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়াও বৈদিক ভারতের জাতিভেদ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এর প্রতিযোগিতা, প্রত্যেক বর্ণের জীবিকা ও বৃত্তি, বিবাহ সংস্কার, স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও গুরুত্ব, বাণিজ্য, কৃষি, অর্থনৈতিক অবস্থা, খাদ্য-পানীয়, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা ,সার্বভৌম আধিপত্য, বিবিধ প্রকার সাহিত্য, মৃতদেহ সৎকার বিধি প্রভৃতি বৈদিক আর্যগণের বহুমুখী কৃষ্টি ও সভ্যতার অমূল্য আকর ব্রাহ্মণগ্রন্থরাজি। মহামতি ম্যাক্সমুলার তাহার 'History of Ancient Sanskrit Literature' গ্রন্থে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এবং আর্যজাতির তদানীন্তন জীবনধারার

যে সকল মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও জীবনধারার তাদৃশ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

প্রত্যেকটি বেদের ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ-ঐতরেয় এবং কৌষীতকী বা শাঙ্খায়ন। এই ব্রাহ্মণ দুটির মধ্যে ঐতরেয় প্রাচীনতর এবং আকারেও বৃহৎ।কৌষীতকিতে বিষয়বস্তু আছে অনেক বেশি। Vedic Age গ্রন্থে বলা হয়েছে–ঐতরেয় স্পষ্টই একটি সংমিশ্রিত রচনা। ইহার প্রথম পাঁচটি পঞ্চিকা শেষ তিনটি পঞ্চিকা অপেক্ষা প্রাচীনতর। সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়-তাণ্ড্য,ষড়-বিংশ,মন্ত্রদৈবত,আর্ষেয়,সামবিধান,সংহিতোপনিষদ্,বংশ ও জৈমিনীয়। এগুলির মধ্যে কেবল জৈমিনীয় ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণই বর্তমানে পাওয়া যায়। আকারে সর্বাপেক্ষা ও বৃহৎ বলে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ 'তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত।পঁচিশটি অধ্যায় থাকায় তাকে 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ'ও বলা হয়। এর সঙ্গে আরেকটি অধ্যায় যোগ করে 'ষড় -বিংশ ব্রাহ্মণ' বলা হয় বলে অনেকে মনে করেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার আছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ শতপথ।এতে একশোটি অধ্যায় রয়েছে। অথর্ববেদের গোপথ নামে একটি ব্রাহ্মণ রয়েছে।

অতএব ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির উপযোগিতা তথা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভিন্টারনিৎস(Winternitz) তাই তার 'A History of Indian Literature' গ্রন্থে বলেছেন যজুর্বেদ সংহিতাগুলি যেরূপ প্রার্থনার ইতিহাসের পক্ষে অমূল্য দলিল,সেরূপই ব্রাহ্মণগুলি ধর্মজিজ্ঞাসুর, যজ্ঞের ইতিহাসের এবং পৌরহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অমূল্য। যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তী বেদাঙ্গ সমূহের সঙ্গে ভিত্তিস্থাপন হয়েছে

বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে মনে করেন।এদিক থেকে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানকালেও এগুলির অবদান অনস্বীকার্য।।

x----------x